মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ডাবসহ ৪ দোকানে জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে একটি ডাবের দোকানসহ ৪ দোকানে ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

আজ মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) বেলা দেড়টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ মেহেরপুর পশুহাট ও বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, বড় বাজার এলাকায় ডাব বিক্রেতা সোহেল আহম্মেদ ডাবের ভাউচার সংরক্ষন না করা ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া পশু হাটপাড়া এলাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখা ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেসার্স রানা স্টোরকে ২ হাজার, একই অপরাধে ও একই আইনে মেসার্স আসিফ স্টোরকে ২ হাজার ও মুল্য তালিকা প্রদর্শনা না করার অপরাধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৮ ধারায় মেসার্স শুভ স্টোরকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
এসময় বড় বাজার, হোটেল বাজার এলাকায় বিভিন্ন দোকানে শতর্ক করা হয়েছে।

এসময় জেলা মার্কেটিং অফিসার আব্দুর রাজ্জাক ও সদর উপজেলা স্যানেটারি অফিসার তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের পাট চাষিদের মাথায় হাত উৎপাদন খরচের অর্ধেক দাম হচ্ছে না

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে পাটের ভালো ফলন হলেও দাম নিয়ে হতাশ চাষিরা। পাট জাগ ও দাম নিয়ে চিন্তো ভাঁজ দেখা দিয়েছে কৃষকের কপালে। এ ছাড়া শ্রমিক ও পানির অভাবে জাগ দিতে না পারায় অনেক কৃষকের পাট এখনও ক্ষেতেই রয়ে গেছে। পাট বিক্রির টাকা দিয়ে মাঠ থেকে পরিবহন করচ,জাগ দিতে পানির ভাড়াএবং আশ ছাড়ানোর যে খরচ হচ্ছে তার অর্ধেক টাকা হচ্ছে পাট বিক্রি করে। খরচের বাকি অর্ধেক টাকা গুনতে হচ্ছে পকেট থেকে। অন্যান্য বছরে পাটের দাম যায় হোক ক্রেতা ছিল অনেক। কিন্তু এবছর পাটের তেমন ক্রেতা না থাকায় পাইকারি ব্যাপারীরা তাতের ইচ্ছে মোতাবেক দাম বল্লে কৃষকদের সেই দামেই পাট বিক্রি করতে হচ্ছে।

বেশ কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এক মণ পাট ঘরে তুলতে প্রায় ২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমান বাজারে ১ হাজার ৩০০ টাকা দরে পাট বিক্রি হচ্ছে। শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করতে লোকসানেই পাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা।

জেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানাগেছে, এ অঞ্চলের কৃষকের অর্থকারি ফসল সবজির পাশাপাশি প্রধান ফসল পাট। গত দুই বছরে কাংখিত দাম পেয়ে এবার অধিক জমিতে পাট চাষ করেছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় প্রায় ২২ হাজার ৭৩৪ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে। জেলায় এবছর পাট চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছিল ২১ হাজার হেক্টর।
প্রতি বিঘায় ফলন হয়েছে ১২ থেকে ১৪ মণ পর্যন্ত । মেহেরপুরে এবছর তেমন বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আশপাশের কৃষকরা পাট কেটে জাগ দিতে পারেনি । পলে তারার স্যালোমেশিন দিয়েই পানি সরবরাহ করে পাট জাগ দিচ্ছেন। অনেকেই এখনও পাট কেটে ক্ষেতেই রেখে দিয়েছেন।

সাধারণত পাটের মৌসুম শেষ হলে কৃষকরা জমিতে ধান আবাদ করে থাকেন। কিন্তু জাগ দেওয়ার সমস্যা, শ্রমিক সংকট ও বাজারে প্রত্যাশিত দাম না থাকায় অনেকে পাট বিক্রি করতে পারছেন না। ফলে বীজতলা প্রস্তত থাকলেও চাষিদের অনেকে এখনও ধান রোপণ করতে পারেননি। এতে কৃষকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

কাথুলী ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের কৃষক রজিবুল ইসলাম বলেন, গত দুই বছরে পাটের দাম ভালো থাকায় এ বছর এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তিনি চার বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছেন। বীজ রোপণ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতিমণ পাট ঘরে তুলতে প্রায় ২৪-২৫শ টাকা খরচ হয়েছে। সে পাট এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে মণপ্রতি ১৫০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকায় । কাচা পাট বিক্রি হচেছ প্রতিবেল ৩৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা দরে। তবুও কেতা নেই। লোকসান দিয়েই পাট বিক্রি করতে হচ্ছে কৃষকদের।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের ইমান আলি জানান, দাম কম থাকায় এ বছর ক্ষেত থেকে পাট কাটতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। তিনি জানান, একজন শ্রমিককে রোজ ৫০০-৬০০ টাকা দিয়ে পাট কাটতে হচ্ছে। খেতের আশপাশে পানি না থাকায় দূরে নিয়ে জাগ দিতে হচ্ছে। এতে পরিবহন ব্যয় বাবদ আঁটি প্রতি ৫-৬ টাকা খরচ হচ্ছে। অনেকে পুকুর ভাড়া করে পাট জাগ দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে এ বছর পাট চাষে কৃষকরা পড়েছেন লোকসানের মুখে। একি বঘা জমির পাট এখন মাঠে পড়ে আছে তা জাগ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই শুকিয়ে গেলে জ্বালানির জন্য নিয়ে আসবো।

ভাটপাড়া গ্রামের কৃষক আক্কাস আলী বলেন, কয়েক বছরের তুলনায় এ বছরই পাটের দাম অর্ধেকেরও কম। পানি না থাকায় পাট জাগ দেওয়া অনেক কষ্টের ব্যাপার। এসব কষ্ট সুখে পরিণত হতো, যদি পাটের ভালো দাম পাওয়া যেত। এখন তো পাট গলার ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। পাটের দাম বৃদ্ধি করা না হলে অনেক কৃষককে পথে বসতে হবে। জীবনে আর পাটের আবাদ করবেননা বলেও জানান তিনি।

কৃষক হাবিবুর রহমান বলেন, এক বিঘা জমি বর্গা নিয়ে পাটের আবাদ করেছিলাম। এ আবাদে আমাকে ১০ হাজার টাকা এনজিও ঋণ নিতে হয়েছে। পাট কিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবো বলে মনে আশা ছিল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করাতো দুরের কথা পকেট থেকে শ্রমিকদের খারচ দিতে হয়েছে। পাটের আবাদ আর কেনদিন করবেনা বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তিনি।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের পাইকারি পাট ব্যবসায়ী রিয়াজুল ইসলাম বলেন,গত বছরের পাট বিক্রি করতে না পেেও গোডাউনে ভর্তি করা আছে। যে দামে পাট ক্রয় করেছি বিক্রি করতে গেলে তার অর্ধেক দাম পাচ্ছি সে কারনে পাট কেনা বেচা বন্ধ।

পাইকার ইউসুব আলী জানান,পাট কিনে দাম পাচ্ছিনা। কৃষকরা যে দামেই হোক বিক্রি করতে পারছে কিন্তু আমাদের কিনে লোকসান হচ্ছে। যে

কারনে এবছর পাট কিনতে হচ্ছে গত বছরের তুলনায় অর্ধেক দামে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শংকর ককমার মজুমদার বলেন, অন্যান্য বার দাম ভালো হওয়ায় এ বছর সে আশায় কৃষকরা পাট চাষ করেছেন। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে। পানির অভাবে কৃষকদের পাট জাগ দিতে সমস্যা হচ্ছে। তবে কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি হলে এ সমস্যা থাকবে না। বর্তমানে পাটের দাম নেই। কৃষকরাও হতাশ। তবে পাটের দাম কিছু দিনের মধ্যে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

অনিয়মের অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে পরাজিত প্রার্থী ফজলে রাব্বি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে হারদী বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানান।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ফজলে রাব্বি জানান,গত ২৬ আগস্ট হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। যাদের বাজারে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাই,তাদেরও নির্বাচনে ভোটার করা হয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠান আছে কোন ট্রেডলাইসেন্স নেই তারাও নির্বাচনে ভোটার হয়েছে। একটি চক্র দুর্নীতির মাধ্যমে এসব ভোটার তৈরী করেছে। এছাড়াও বাজার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে চাঁদা আদায়ের রশীদ দেওয়া হয়, সেই রশীদ দেখিয়ে ভোটার ভোট দেবার কথা থাকলেও রশীদ না দেখিয়ে ভূয়া ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মোট ভোটার ১৮৬ জন, এসব ভোটারদের মধ্যে ৭৪ জনের ট্রেডলাইসেন্স আছে।ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ভোটার হওয়া আইন সম্মত নয়। তবুও তাদের ভোটার দেখিয়ে একটি পক্ষকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচনে আগে এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়নি কেনো? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ফজলে রাব্বি বলেন,অভিযোগ দেওয়ার পর বলেছে বিষয়টি দেখা হবে, দেখছি, এভাবে নির্বাচনের তিন দিন আগে বলেছে ওরাও ভোটার ভোট দিবে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন দ্বায়িত্বে ছিলেন নূর আলম মিঠু, সে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছে,আরও ছিলেন শেখ শাহানুর রহমান টিপু। তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিলেন,তাকে বাদ দিয়ে মূল

মাস্টার মাইন্ড যে ভোট পাশ করেছে তার ভাই মতি বিশ্বাস ও রঞ্জু। একজন প্রার্থীর ভাই মতি বিশ্বাস সে মূল মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি সংবাদ সম্মেলেনর মাধ্যমে এই নির্বাচন বাতিল করে পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ১১ দিন পর দোকান কর্মচারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ১১ দিন পর আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ার মুদি দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তফা (২২)’র অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার হয়েছে। পাশ্ববর্তী বাঁশবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর ফেরিঘাট নামক স্থান থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ লাশ উদ্ধার হয়। লাশের স্বজনরা নিখোঁজ গোলাম মোস্তফার লাশ বলে সনাক্ত করেন। পরে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন পুলিশ।

নিহত যুবক গোলাম মোস্তফা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।

এদিকে এ ঘটনার বিষয়ে সন্ধ্যায় ওই যুবকের স্বজনরা রাতে থানায় মামলা দায়ের প্রক্রীয়া শুরু করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে

জাহাঙ্গীর আলমের জননী স্টোর নামের একটি মুদি দোকানে গোলাম মোস্তফা দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতো। গত (১৪ আগস্ট) সোমবার রাত ৯ টার দিকে সে বাই সাইকেলযোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাত গভীর হলেও গোলাম মোস্তফা বাড়ি না ফিরলে তার মা দোকান মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনকে বিষয়টি জানায়। ওই দিন রাতেই খুঁজাখুঁজি করেন দোকান মালিক ও মোস্তফার পরিবারের লোকজন। একপর্যায়ে ওই যুবকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন হাটবোয়ালিয়া বাজারের চার রাস্তার মোড় থেকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পরের দিন বাজারের পাশেই, মাথাভাঙ্গা নদীর পাড় থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তার বাই সাইকেল উদ্ধার করে এলাকাবাসী। দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তফা নিখোঁজের পর জানা যায় দোকান মালিক জাহাঙ্গীর হোসেনের কাছ থেকে প্রয়োজনে মোস্তফা ধার বাবদ ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়েছে। জাহাঙ্গীর হোসেন সে সময় জানিয়েছিলেন ধারের টাকা আত্মসাতের জন্য সে আত্নগোপন করেছে। এদিকে নিখোঁজ মোস্তফাকে অনেক খুঁজেও তাকে না পেয়ে একপর্যায়ে থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়রি করেন নিখোঁজ মোস্তফার বড় ভাই ইউনুচ আলি।

এরই এক পর্যায়ে গতকাল বহস্পতিবার দুপুরের দিকে বাঁশবাড়িয়া মাথাভাঙ্গা নদীর ফেরিঘাট সংলগ্নস্থানে নৌকার পারাপারের সময় দুর্গন্ধময় বস্তু ভেসে থাকতে দেখেন লোকজন। কাছে গিয়ে মাথা নীচের দিকে অর্ধগলিত এক যুবকের
মরদেহ দেখতে পান তারা। সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদী থেকে ভাসমান লাশ উদ্ধার করে। পরে নিখোঁজ দোকান কর্মচারী গোলাম মোস্তাফার লাশ বলে তার স্বজনরা সনাক্ত করেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২; আহত

- ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাছ বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৬ জন।

সোমবার সকালে উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ফুটবল মাঠের আলমডাঙ্গা-গাংনী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে সাজিদুর রহমান (৫৫) ও শখা মুন্নার ছেলে খাইরুল ইসলাম (৪০)।

আহতরা হলেন আজিজুল হক (৪১), জানু উদ্দিন (৪৫), দিপু (১৯), আব্দুস সামাদ (৩০), আসাদুল (৫৫), আনারুল ইসলাম (৫০)। আহত ও নিহতরা সকলেই দিনমজুরের কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে গাংনীর বানিয়া পুকুর থেকে যশোর গামী মাছ বোঝাই একটি ট্রাক হাটবোয়ালিয়া ফুটবল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকের ২জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আহত ৬ যাত্রীকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ জানান, নিহতদের মরদেহ হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে । দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ট্রাকটি জব্দ করা গেলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আহতের হারদিসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে

ট্রাক-আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ট্রাক-আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজিত মাঝি (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আহত ব্যাক্তিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার গোকুলখালি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজিত মাঝি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মৃত রতন মাঝির ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে সুজিত আলমসাধু যোগে মেহেরপুরে মুদি দোকানের মালামাল নিয়ে যাচ্ছিলো। পথেই গোকুলখালি বাজার প্রাঙ্গণে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। নিহত সুজিত আলমসাধু গাড়ি থেকে ছিটতে রাস্তায় পড়ে গুরুত্বর আহত হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে হাসপাতালে নিলে পথেই তিনি মারা যান।

নিহত সুজিত মাঝির মা বলেন, আমার ছেলে পেশায় আলমসাধু চালক। রবিবার সকালে এক ব্যক্তির সঙ্গে মুদি মালামাল নিয়ে মেহেরপুরে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে যাওয়ার ঘন্টা-খানেক পর শুনতে পাই, ছেলে আর বেঁচে নেই।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নুরজাহান খাতুন বলেন, পরিক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সুজিতের মাথাসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ঘটনার পর চালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আহত অবস্থায় সুজিতকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন কুষ্টিয়ায়

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরার ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়ার পরিচালক, কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক ও দুই বাংলার সমান জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন কুষ্টিয়ায় এসেছেন।

দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক কুষ্টিয়া আসছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় কুষ্টিয়া জেলায় সংস্কৃতিমনা ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

দুপুরে তিনি শহরের খেয়া রেস্তরাঁয় পৌঁছালে কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিক, শুভ সংঘ জেলা শাখার সহসভাপতি এসএম জামাল ও সাধারন সম্পাদক কাকলি খাতুনসহ অন্যান্য সদস্যরা ইমদাদুল হক মিলনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কাকলি খাতুন জানান ইমদাদুল হক মিলন স্যার বৃহস্পতিবার দুপুরে পোঁছেন। আগামীকাল শুক্রবার সকালে বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় শুভ সংঘের উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও কালের কন্ঠ শুভসংঘের স্কুল, পাঠাগার উদ্বোধন ও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।

ইমদাদুল হক মিলন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কবিপ্রেমীরা বলেন, দুই বাংলার সমান জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন কুষ্টিয়ায় এসেছেন।

আমাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা কাজ করছে, কারন তাঁর মতো একজন দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিকের সান্নিধ্য পাওয়া এ জেলার কবি সাহিত্যিকদের আরো ভালো লেখার অনপ্রেরণা জোগাবে

গাংনীতে দুধ পরিবহনে ট্যাংকার ভ্যান এর শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার দুধ পরিবহনে ট্যাংকার ভ্যানের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় দুধ পরিবহনের এই ভ্যানের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ঝিনাইদহ জেলার আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কতৃক বাস্তবায়িত আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল(ইফাদ) ও পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালূচেইন উপ- প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরএমটিপি প্রকল্প থেকে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার গোয়ালা হাফিজুর রহমানকে ট্যাংকার ভ্যান ক্রয় বাবদ ৩০০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্যাংকার ভ্যান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মোঃ সালাউদ্দীন শাওন, সেক্রেটারি মোঃ রফিক, আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী মোঃ রাশেদুল ইসলাম, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আরএমটিপি প্রকল্প প্রজেক্ট ম্যানেজার কৃষিবিদ আব্দুল বারী, ইন্টারভেনশ ০৪- এর ভ্যালূচেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ শরিফুল আলম লিটন, গাংনী উপজেলার সহকারী ভ্যালূচেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ আল আমিন এবং ইউনিট ম্যানেজার মোঃ শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ।

গাংনী উপজেলার এই ট্যাংকার ভ্যানের উদ্বোধনের ফলে দুধ পরিবহন সহজ ও নিরাপদ হবে। ফলে এলাকায় দুধের উৎপাদন ও খামারীরা ন্যায্য দাম পাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করেন।

মেহেরপুরের বারাদী সবজী হাটে

বৃষ্টি হলেই হাটু পানি

মেহেরপুরের বারাদী সবজী হাটে বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। হাটে পানি নিষ্কাষনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকলেও পানি সরবরাহের ড্রেনের মুখটি বন্ধ থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, মাস খানিক আগে থেকে বিএডিসি বারাদী খামারে চার হাজার মেট্রিক টন একটি সার গুদামের নিমার্ণ কাজ চলছে। এই গুদামের কাজ চলার কারনে যে ড্রেনটি আছে তার পানি নিষ্কাশনের মুখ আটকে যাওয়ায় এ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

আজ শনিবার ছিল বারাদী হাট। এদিন দুপুরে বৃষ্টির ফলে বাজারের অলিগলিসহ কয়েকটি প্রবেশ রাস্তা পানিতে ডুবে যায়। ফলে হাটে বেচাকেনা করতে আসা হাজারো মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

জনগুরুত্বপূর্ণ এই বাজারটিতে এ রকম জলাবদ্ধতার কারণে মানুষের বাজার করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

আজ দুপুর ৩ টার দিকে সামান্য সময়ের বৃষ্টিতে হাঁটু সমান জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পানির মধ্যে কষ্ট করেই প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারতে হয় ক্রেতাদের। অত্র অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম বারাদী হাট বর্তমানে একটু বৃষ্টিতেই মাছ,মাংস, সবজি হাটসহ বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

হাটের কাঁচামাল ব্যবসায়ী খেদের আলী বলেন, সামান্য বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় এই গলির পথ। ফলে এদিকে ক্রেতা ঠিকমত না আসায় কেনাবেচা কম হচ্ছে। কাঁচামাল বিক্রি করতে না পারলে পঁচে গেলে লস গুনতে হবে।

হাটে ঘুরে দেখা গেছে,মাছবাজার, আশপাশের নানা জায়গায় এক ঘন্টার বৃষ্টিতেই হাঁটু পানি জমে যায়।

একজন সবজি ব্যবসায়ী জানায়, এই আয় দিয়েই চলে আমার সংসার। কিন্তু আজ শনিবার প্রবেশ রাস্তায় হাঁটু পানি থাকায় কোনো ক্রেতাই আসেনি। আমরা নিয়মিত খাজনা দিই, তারপরেও কেন এমন ভোগান্তি। বারাদী হাটের ইজারাদার রফিকুল মিয়া ও বারাদী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন, জানায় দ্রুত সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা

নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। আগামী বুধবার হাটের আগেই এই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার দুটি চালের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত দুটি চালের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। চালের বস্তায় পাটজাত মোড়ক বস্তা ব্যবহার না করার পরিবর্তে প্লাস্টিক ব্যবহার করার দায়ে ওই দুই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

জানা গেছে,পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন থাকলেও আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তা করা হয়না, এমন অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা বাজারের দুই চাল ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। আলিফ উদ্দিন মোড়ের মেসার্স জিকে ট্রেডার্সের মালিক বাবুকে চালের বস্তায় পাটজাত দ্রব্যে ব্যবহার না করায় ৪ হাজার টাকা ও চাল বাজারের মেসার্স আজিবার রহমান ট্রেডূাসের মালিক আশরাফুল হক মুক্তারকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় সকল দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের পণ্যে বাধ্যতামূলক পাটের মোড়ক(বস্তা) ব্যবহারে সতর্ক করা হয়।

অভিযানকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা পাট অধিদপ্তরের পরির্দশক আসাদুজ্জামান ও আলমডাঙ্গা থানার এসআই তরিকুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।